দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 31 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 3

025

শিক্ষাঙ্গনে

প্রিলিমিনারী ভর্তির সমস্যা

১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষের প্রিলিমিনারী ভর্তির সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। সারা বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে প্রিলিমিনারী বিষয় সীমিত। আবার কোথায়ও কোথায়ও নানা সমস্যার অজুহাতে প্রিলিমিনারী চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বছর সরকার (মাস্টার ডিগ্রী ১ম বর্ষ) প্রিলিমিনারী ভর্তির আসন সংখ্যা সীমিত করার যে কর্মসূচী নিয়েছেন তা একটি সুলক্ষণ। কিন্তু বাদবাকী হাজার হাজার ছাত্র যারা ভর্তি হতে বঞ্চিত তাদের কথা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ একবার ভেবে দেখেছেন কি? তারা কোথায় ভর্তি হবে? এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির নির্বাচনের চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়ে ছুটে আসে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে। এখানেও প্রকট সমস্যা। তাহলে সরকারের উচিত ছিল আসন সংখ্যা সীমিত করবার পূর্বে দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোতে প্রিলিমিনারী কোর্স চালুর ব্যবস্থা করা।

সরকারের লক্ষ্য—দেশে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যে কোন সচেতন নাগরিককে মেনে নিতে হবে যে, এ দেশের শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে ধ্বংসের মুখোমুখি। বিগত বছরে ডিগ্রী উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা যে প্রিলিমিনারী ভর্তির ভোগান্তিতে পড়বে একথা তারা আদৌ চিন্তা করা হয়নি। দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে আসন সংখ্যা সীমিত না করে বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ করা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ দু'টি শাখায় ভাগাভাগিতে ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া দেশের যে পরিস্থিতি, বলতে গেলে বছরের সব ক'মাস কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে এবং সবাই মাস্টার ডিগ্রী ক্লাস করতে রীতিমতো আসে না, এমতাবস্থায় অধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করালে কর্তৃপক্ষ কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবেন বলে মনে হয় না। আমরা জানি, আমাদের দেশে সমস্যা আছে, চিরকাল থাকবে। কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সমাধানের ব্যাপারে সরকারের তেমন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে মাস্টার ডিগ্রীতে ভর্তির সমস্যা ছাত্রদের নিকট একটি জটিল সমস্যা। আমরা ছাত্ররা এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাস্টার ডিগ্রী প্রিলিমিনারীর ভর্তি সমস্যার যাতে অতি শীঘ্রই সমাধান হয় সেটাই আমরা চাই।

—মীর মোশারফ হোসেন রোটন